# মুখবন্ধ

বাজেট প্রণয়নের কাজ যেমন স্পর্শকাতর বাজেট বাস্তবায়ন তেমনি চ্যালেঞ্জপূর্ণ। এ চ্যালেঞ্জকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এ অর্থবছরের (২০১০-১১) বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। 'ভিশন ২০২১' -এ প্রতিফলিত সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পরিপালনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এ অর্থবছরের বাজেটের প্রধান প্রতিপাদ্য। আমাদের রাজনৈতিক দর্শন, নীতি ও কৌশলের মূলে রয়েছে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী একটি দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

বৈশ্বিক অর্থনীতি মন্দা থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। অনেক অর্থনীতি এক বছর আগে যেরূপ প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল তার চেয়ে দ্রুতগতিতে আর্থিক সংকট ও অর্থনৈতিক মন্দা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বিশেষ করে এশিয়ার উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহের অর্জন এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। বাংলাদেশও বহি:অভিঘাত মোকাবেলায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পেরেছে। এ বছর বৈশ্বিক মন্দার বিলম্বিত প্রভাব মোকাবেলায় উপযুক্ত নীতি ও কৌশল উদ্ভাবনের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা বাজেট প্রণয়ন করেছি।

বাজেটকে আমি সরকারের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অন্যতম একটি মাধ্যম বিবেচনা করি। এতে সরকারের রাজনৈতিক দর্শন প্রতিফলিত হয়। প্রতিবিম্বিত হয় জনগণের রূপকল্পকে বাস্তবে রূপ দেয়ার নীতি ও কৌশল। স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরিকল্পনাকে পর্যায়ক্রমে ফলাফলের দিক থেকে দৃশ্যমান করে তোলার প্রক্রিয়া। সরকারের সেবা ও অবদানের অনুভব জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় সহজেই। বাজেটের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণের বিভিন্ন উৎস চিহ্নিত করা হয় এবং নানাবিধ ব্যয় উদ্যোগের অনুকূলে সম্পদের বরাদ্দ দেয়া হয়। সরকারের সম্পদ আহরণের উৎস ও ব্যয় কাঠামোর পরিবর্তন এবং আয় পুনর্বন্টন কৌশল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর (যেমন, উৎপাদক ও ভোক্তা, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, শিশু-বয়স্ক, শহর-গ্রাম) মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। সরকারের আয় ও ব্যয় থেকে কোন্ শ্রেণীর মানুষ কতটা উপকার পায় এবং উন্নয়নে কারা কী অবদান রাখে বাজেট থেকে সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে সনাতনী বাজেটের পরিবর্তে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতির আওতায় বাজেট প্রণয়নের সূচনা হয়। এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ানো এবং সরকারের নীতি-কৌশলে বিবৃত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের অর্জন নিশ্চিত করা। মধ্যমেয়াদি বাজেট তিন বছর মেয়াদে প্রণীত হয়। পরবর্তী অর্থবছর (২০১১-১২) হতে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহকে এমটিবিএফ-এর আওতাভুক্ত করা হবে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো তিন বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য প্রণয়ন করা হবে।

এমটিবিএফ পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নীতি ও অগ্রাধিকারের সাথে সম্পদ বন্টন এবং সম্পদের সাথে অধিনস্থ দপ্তর-সংস্থার কর্মকৃতির একটা স্পষ্ট সংযোগ স্থাপিত হয়। এটা সীমিত সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে যা দারিদ্র্য-বান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের গতি ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে। প্রাক্কলিত সরকারি ব্যয়, রাজস্ব আহরণ, বাজেট ঘাটতি এবং ঘাটতি অর্থায়ন যাতে অন্যান্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সেদিকে পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে ।

আর্থ-ব্যবস্থাপনায় সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এমটিবিএফ প্রক্রিয়ায় বাজেট তৈরীতে এবছর ৩৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, এটা জেনে আমি খুবই উৎসাহিত বোধ করছি। আমার পর্যবেক্ষণ ও অনুভব হচ্ছে যে, এ উদ্যোগের পালে হাওয়া লেগেছে। এ সম্মুখাভিমুখী দৃষ্টিভঙ্গির (forward looking attitude) জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই। এ প্রক্রিয়াটিকে আরো অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের বাজেট ও পরিকল্পনা কোষকে অধিকতর শক্তিশালী করার আহ্বান জানাই। একইসাথে ২০১০-১১ অর্থবছরের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে তাদের অক্লান্ত উদ্যমের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

**(আবুল মাল আবদুল মুহিত)**
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়